যুগান্তর

তারিখ 2 1 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

বস্তির শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়িকা প্রণয়ন

যুগান্তর রিপোর্ট

বস্তি এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অধিকতর মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে একটি 'খসড়া শিক্ষক সহায়িকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বলা হয়, বস্তির শিশুদের মানসম্মত শিক্ষাদানে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, সম্মানজনক বেতন স্কেল ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপন অপরিহার্য। খসড়া শিক্ষা সহায়িকায় বস্তিতে শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার কারণ ও প্রতিরোধের উপায়, শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কের ওপর বিশেষ জোর দেয়ার সুপারিশ করা হয়।

রোববার নগরীর সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত দিনব্যাপী এক জাতীয় কর্মশালায় এ 'খসড়া শিক্ষা সহায়িকা' উপস্থাপন করেন ইতালির শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কামিলা লোদি। 'সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিকল্প জীবন ব্যবস্থা' (পিএটিএসসি) প্রকল্পের আওতায় ঢাকার তিনটি বস্তি এলাকায় কাজ করছে এসোসিয়েশন ফর রিয়েলাইজেশন অব বেসিক নিডস (আরবান) এবং টেরেডেস হোমস ফাউন্ডেশন ইতালি (টিডিএইচ)। ইউরোপীয় কমিশন এবং টিডিএইচ-ইতালি এ প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়ন করছে। বস্তি এলাকায় মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রাথমিক শিক্ষা : খসড়া শিক্ষক সহায়িকা' প্রণয়ন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর (অব.) শহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন নটর ডেম কলেজের সহকারী অধ্যাপক এএন রাশেদা এবং ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজের প্রফেসর (অব.) যতিন সরকার। পিএটিএসসি প্রকল্প উপস্থাপন করেন টিডিএইচের বাংলাদেশ প্রতিনিধি মারা পিয়াজানো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক প্রফেসর রসলাল সেনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় স্বাগত বক্তৃতা করেন আরবানের নির্বাহী প্রধান মোহাম্মদ কামালউদ্দিন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার্থীর শরীর ও মনন বিকাশে সহায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মন্তব্য করেন। তারা বলেন, শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিগত দিকগুলোর পরিবর্তন প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

গত বছরের ১ ফেব্রুয়ারি শুরু ৩ বছরব্যাপী এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, এটি বস্তিবাসী শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষা অর্জনের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি ও কৌশল উদ্ভাবনে সহায়তা করবে।